গাংনীতে মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল

মেহেরপুরের গাংনীতে বিএনপির মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবি এবং শেখ হাসিনার ফাঁসির আদেশকে স্বাগত জানিয়ে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বিকেলে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে এ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি বিএনপির কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

মিছিলে নেতৃত্ব দেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা ও সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির নেত্রী ফরিদা পারভীন, বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রাশিদুল ইসলাম সোহাগ, মটমুড়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হামিদুল হক, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সুমন এডাম, ইমন হোসেন, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুল ইসলাম বিপ্লব, গাংনী উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি রিপন হোসেনসহ উপজেলা ও ইউনিয়ন বিএনপির নেতাকর্মীরা।

উল্লেখ্য, জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন না দেওয়ার পর থেকেই দলের একাংশের নেতাকর্মীরা আন্দোলন শুরু করেছেন। তাকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে শান্তিপূর্ণভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে।

গাংনীতে প্রধান শিক্ষকের

স্থায়ী বহিষ্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের অবস্থান কর্মসূচি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা এইচবি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদের বিতর্কিত ভিডিও কলের অশ্লীল কথোপকথন ও অঙ্গভঙ্গের দৃশ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার ঘটনায় উত্তাল হয়ে উঠেছে বিদ্যালয় ক্যাম্পাস। রবিবার সকাল থেকে বিদ্যালয়ের মূল ফটকের সামনে প্রধান শিক্ষকের স্থায়ী বহিষ্কারের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা।

শিক্ষার্থীরা জানান, দশম শ্রেণীর এক ছাত্রীসহ প্রধান শিক্ষকের ভিডিও কলে অশোভন কথোপকথনের ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর তারা ক্ষুব্ধ। তারা বলেন, একজন শিক্ষক যদি এভাবে শিক্ষার্থীর সাথে অশ্লীলতায় জড়ান, তাহলে আমরা কীভাবে নিরাপদে স্কুলে পড়াশোনা করব? স্থায়ী বহিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রাখার হুঁশিয়ারিও দেন তারা।

অভিভাবকেরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়ের পরিবেশ বেশ ভালো ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক এই ঘটনায় তারা চরম আতঙ্কে সন্তানদের পাঠাচ্ছেন। তাদের বক্তব্য—অভিভাবকের পরেই শিক্ষকের স্থান। সেখানে কোনো শিক্ষক যদি নিজের অবস্থান ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে শিক্ষার্থীকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে, তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুরক্ষা আর কোথায়?

বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকরা জানান, প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদের এমন ন্যাক্কারজনক কর্মকাণ্ডে তারা বিব্রত ও ক্ষুব্ধ। শিক্ষকরা বলেন, এ ধরনের অনৈতিক ঘটনার বিচার হওয়া জরুরি, যাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা ফিরে আসে এবং অন্যরা ভবিষ্যতে এমন নিন্দনীয় কাজে জড়ানোর সাহস না পায়।

বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মোখলেসুর রহমান জানান, ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পরই প্রধান শিক্ষককে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন, স্থায়ী বহিষ্কারের প্রক্রিয়া চলমান। আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত দ্রুতই জানানো হবে।

মেহেরপুর জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুর রহিম বলেন, ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর সভাপতির মাধ্যমে প্রধান শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত শেষে তাকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হবে।

গাংনীতে বিএনপির প্রার্থী আমজাদ হোসেনের গণমিছিল

মেহেরপুর-২ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী আমজাদ হোসেনের ধানের শীষের পক্ষে এক বিরাট গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাঁশবাড়িয়া থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে গাংনী বাজার এলাকায় এসে শেষ হয়।

শনিবার বিকেলে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী অংশজুড়ে এ গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

গণমিছিলে নেতৃত্ব দেন বিএনপির দলীয় প্রার্থী, সাবেক এমপি ও জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি মোরাদ আলী, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি মতিয়ার রহমান মোল্লাহ, জেলা কৃষক দলের সভাপতি মাহবুবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান গাড্ডু, গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু, গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান খোকন, বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি আমিরুল ইসলাম, মটমুড়া ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি সাজেদুর রহমান বুলবুল, গাংনী পৌর বিএনপির নেতা খাইরুল আলম কালাম, বিএনপি নেতা মামুন, সাবেক ছাত্রনেতা ও তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম, মটমুড়া ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি সোহেল রানা, মহিবুল ইসলাম, গাংনী পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সুলেরি আলভী, সাবেক ছাত্রনেতা নুরুজ্জামান হাকা, জেলা ছাত্রদলের সাবেক

সভাপতি নাজমুল হুসাইন, কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান হুসাইন আহমেদ, সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আসমা তারাসহ স্থানীয় বিএনপির নেতৃবৃন্দ। এছাড়াও জেলা ও উপজেলা বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা খণ্ড খণ্ড মিছিলকে ঘিরে পুরো এলাকায় সৃষ্টি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ। গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে দলে দলে মানুষ মিছিলে যোগ দেন। পুরুষ ভোটারের পাশাপাশি নারীদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো। ব্যানার, ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড, মাথার ওপর উড়তে থাকা ধানের শীষের প্রতীক সব মিলিয়ে মহাসড়কজুড়ে তৈরি হয় নির্বাচনী উচ্ছ্বাস।

মিছিল চলাকালে আমজাদ হোসেন সমর্থকদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়িয়ে অভিবাদন জানান। নেতাকর্মীদের স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো এলাকা। নির্বাচনে ধানের শীষের পক্ষে ভোট চেয়ে তিনি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান। মিছিলে অংশ নেওয়া অনেক নারী ভোটার বলেন, পরিবর্তনের স্বপ্ন নিয়ে তারা ধানের শীষকে সমর্থন করছেন। দিনভর আয়োজনে অংশ নেওয়া কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিতে গণমিছিলটি পরিণত হয় এক বিশাল শো অফ স্ট্রেংথে।

গাংনীতে বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে এবার মহিলা দলের বিক্ষোভ

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে এবার বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে উপজেলা ও পৌর মহিলা দলের নেতাকর্মীরা।

আজ শনিবার সকাল ১১টার দিকে গাংনী ফুটবল মাঠ থেকে গাংনী উপজেলা মহিলা দলের সভানেত্রী ফরিদা পারভীনের নেতৃত্বে মিছিলটি বের হয়ে শহর প্রদক্ষিণ শেষে গাংনী বিএনপি অফিসে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে

সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বক্তব্য দেন মেহেরপুর জেলা মহিলা দলের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান লাইলা আরজুমান বানু, গাংনী উপজেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক খালেদা ইয়াসমীন, ধানখোলা ইউনিয়ন মহিলা দলের সভানেত্রী শিল্পী খাতুন, বামন্দী ইউনিয়ন মহিলা দলের সভানেত্রী জেসমিন আক্তার ও কাথুলী ইউনিয়ন সভানেত্রী হানুফা খাতুন।

বক্তারা বলেন, মেহেরপুর-২ আসনে যেভাবে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে, তা দলীয় জনমতের পরিপন্থী। আমরা এই মনোনয়ন অবিলম্বে বাতিল করে জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি। অন্যথায় আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

বিক্ষোভ সমাবেশে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে মহিলা দলের আগত নেত্রী ও কর্মীগণ অংশগ্রহণ করেন।

প্রসঙ্গত, বিএনপির সম্ভাব্য মনোনয়ন ঘোষণার পর থেকে মেহেরপুর-২ আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে আন্দোলন করে আসছেন বিএনপির একাংশের নেতাকর্মীরা। এ আসনে বিএনপি থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন সাবেক এমপি ও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আমজাদ হোসেন।

গাংনীতে প্রধান শিক্ষকের সাথে ছাত্রীর ভিডিও ভাইরাল, উত্তপ্ত সোশ্যাল মিডিয়া

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা এইসবি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদ ও দশম শ্রেনীর এক ছাত্রীর অনলাইনে পরকীয়ার ভিডিও ভাইরাল হওয়ায় সোশ্যাল মিডিয়াতে চলছে সমালোচনার ঝড়।

গতকাল শুক্রবার বিকাল থেকে ইমোতে চুমাচুমি ও অশ্লীল কথাবার্তার ভিডিও ভাইরাল হয়। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে কথাবার্তার এক পর্যায়ে ওই

ছাত্রীটি ঠোঁটে চুমা চাই। এসময় রাজু আহমেদ অশ্লিল অঙ্গভঙ্গি করে চুমা দেন। এদিকে ভিডিওটি কয়েকটি ফেসবুকে আপলোড দেয়ার সাথে সাথে এলাকার বিপুল সংখ্যক ফেসবুকে আপলোড ও শেয়ার হয়ে যায়। এরপর পরই কমেন্ট শুরু হয়।

অনেকেই লিখেছে, এই শিক্ষকের বিচার হওয়া দরকার। অনেকেই শিক্ষক রাজু আহমেদের বিচার দাবি ও স্কুল থেকে বহিষ্কারেরও দাবি করেছেন। তবে, অনেকেই শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধেও নানাভাবে বিষোদাগার করেছে।

আক্তারুল নামের এক সোশ্যালিস্ট লিখেছেন এটা যদি সত্যি হয় তাহলে আপামর জনসাধারণের প্রতি আমার আকুল আবেদন শিক্ষাঙ্গন বাঁচাতে এই শিক্ষককে বয়কট করুন, কাজিপুরবাসি এগিয়ে আসুন। একজন লিখেছেন, ‘৫৪ বছরের বৃদ্ধর সাথে ১৪ বছরের ভিডিও চুমাচুমি,,, এই হচ্ছে শিক্ষাঙ্গনের অবস্থা’।

এব্যাপারে রাজু আহমেদের সাথে মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করার জন্য কল দিলেও কলটি কেটে দেন। তার হোয়্যাটসঅ্যাপে ম্যাসেজ ও কল দিলেও রিসিভ করেননি।

এব্যাপারে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন বলেন, ভুক্তভোগী ছাত্রীর পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ দিলে ব্যবস্থা নেয়া হবে। তারা আদালতেও যেতে পারবেন।

গাংনী আসনে এনসিপি থেকে দলীয় মনোনয়নপত্র জমা দিলেন অ্যাড. সাকিল

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসন থেকে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) এর প্রার্থী হিসেবে অ্যাডভোকেট সাকিল আহমেদ দলীয় মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। আজ সন্ধ্যায় এনসিপি’র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তিনি এই মনোনয়নপত্র জমা দেন।

অ্যাডভোকেট সাকিল আহমেদ জাতীয় নাগরিক পার্টির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক, মেহেরপুর জেলার প্রধান সমন্বয়কারী এবং এনসিপি সমর্থিত আইনজীবীদের সংগঠন ন্যাশনাল ল’ইয়ার্স অ্যালায়েন্স (NLA) এর মুখ্য সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

এছাড়াও অ্যাডভোকেট সাকিল আহমেদ বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের পদমর্যাদার স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর (SPP) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, এবং গাংনী উপজেলা থেকে এই পদে প্রথম ব্যক্তি হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত। দীর্ঘদিন ধরে তিনি সমাজসেবা, শিক্ষা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যুক্ত থেকে তরুণদের মধ্যে নেতৃত্ব ও নাগরিক সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে যাচ্ছেন।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর এক সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়ায় অ্যাডভোকেট সাকিল আহমেদ বলেন, গাংনী আমার জন্মভূমি। এখানকার মানুষের স্বপ্ন ও সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করে আমি কাজ করতে চাই। ন্যায়, উন্নয়ন ও পরিবর্তনের রাজনীতি গড়তে এনসিপি আমার প্ল্যাটফর্ম।

এ সময় এনসিপি’র স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও সমর্থকরা তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, তরুণ নেতৃত্ব, আইনি পেশায় অভিজ্ঞতা এবং গণমানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের কারণে অ্যাডভোকেট সাকিল আহমেদকে এই আসনে ‘যোগ্য প্রার্থী’ হিসেবে বিবেচনা করছে এনসিপি।

আরেকবার ধানের শীষে ভোট দিন, এলাকার উন্নয়নে কাজ করব

মেহেরপুর-২ আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মনোনীত প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন বলেছেন, “আপনারা আমাকে নিজের সন্তান মনে করে আকালের আমলে ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে এমপি বানিয়েছিলেন।

আওয়ামী লীগের সেই আমলে আমাকে দু’টা গম আর জেলা পরিষদের সামান্য বরাদ্দ ছাড়া কিছুই দেয়নি। তারপরও আমি আমার বরাদ্দকৃত সেই সামান্য অর্থ দিয়ে আপনাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। আমি জানি, আপনারা এখনো আমাকে সন্তান হিসেবে ভালোবাসেন। সেই ভালোবাসা দিয়ে এবারও ধানের শীষে ভোট দিয়ে এই আসনটি বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের হাতে তুলে দেবেন। আমি নির্বাচিত হলে এলাকার উন্নয়নে নিজেকে সেবক হিসেবে আপনাদের পাশে রাখব।”

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট চেয়ে গণসংযোগকালে জনতার উদ্দেশ্যে তিনি এই আহ্বান জানান।

সেই সময় তিনি গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে গণসংযোগ করেন। এর আগে তেঁতুলবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এক বিশাল জনসভায় বক্তব্য রাখেন তিনি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, সাবেক উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মোরাদ আলী, বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি আমিরুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি মনিরুজ্জামান গাড্ডু, জেলা কৃষক দলের সদস্য সচিব মিজানুর রহমান, গাংনী উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি সাজেদুর রহমান বুলবুল, তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও ছাত্রনেতা জাহাঙ্গীর আলম, কাথুলী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম রবি, গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মুস্তাফিজুর রহমান বাবলু, পৌর জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুরেলী আলভী, বিএনপি নেতা আবু সাদাত মো. সায়ম পল্টু, কাথুলী ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান হোসাইন, বিএনপি নেতা আবদুস সাত্তার, গাংনী উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি শহিদুল ইসলাম, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসেন, গাংনী উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি আব্দুল হান্নান, জেলা যুবদলের সদস্য ফারুক হোসেনসহ বিএনপির নারী নেত্রী ও স্থানীয় বিএনপি এবং সহযোগী সংগঠনের নেতা- কর্মীরা।

পথসভা শেষে বিশাল বহরের একটি মিছিল তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বিএনপির ৩১ দফা কর্মসূচির লিফলেট বিতরণ, ধানের শীষে ভোট প্রার্থনা ও কুশল বিনিময় করেন। এ সময় স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীদের মাঝে ব্যাপক উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা

যায়। গণসমাবেশ ও মিছিলে বিপুল সংখ্যক নারী কর্মীর উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

সমাবেশে সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন আরও বলেন, “ছাত্র বয়স থেকে আমি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শের সৈনিক। ছাত্র জীবন থেকে ছাত্রদলের নেতৃত্ব দিয়েছি, যুবদলের নেতৃত্ব দিয়েছি। দীর্ঘদিন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছি। বিগত স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে মেহেরপুর ও গাংনীর নির্যাতিত-নিপীড়িত নেতাকর্মীদের আপদে-বিপদে পাশে থেকেছি।”

এদিকে বিএনপি প্রার্থী আমজাদ হোসেনের গণসমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু।

তিনি অভিযোগ করেন, এলাকার এক ক্যাসিনো ব্যবসায়ীর টাকায় ধানের শীষের প্রার্থীকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের সাজ্জাদ হোসেন পলাশ নামের এক অনলাইন জুয়াড়ি। কয়েক মাস আগে ঘোষিত বিএনপির নতুন কমিটি থেকে যোগ্য ও ত্যাগী নেতাদের বাদ দেওয়া হয়েছে। সেই সুযোগে কিছু অনলাইন ক্যাসিনো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে জাভেদ মাসুদ মিল্টনের অনুসারীরা বিক্ষোভ ও মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে কর্মসূচি চালাচ্ছেন।

তিনি বলেন, “গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের আব্দুল লতিফের ছেলে সাজ্জাদ হোসেন পলাশ ঢাকায় আওয়ামী লীগ, মেহেরপুরে জামায়াতের সমর্থক আর গাঁড়াবাড়িয়ায় বিএনপির পরিচয় দেয় এবং মিল্টন সাহেবের সঙ্গে চলাচল করে। ক্যাসিনো সম্রাটরা মিল্টন সাহেবকে টাকা দিয়ে আমজাদ সাহেবের নামে অপপ্রচার চালাচ্ছে। এসবের দাঁতভাঙা জবাব আমাদের সবাইকে দিতে হবে।”

সাংবাদিকদের উদ্দেশে আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, “আমজাদ সাহেব সৎ ও যোগ্য নেতা, তাকে নিয়ে অপসংবাদিকতা করবেন না।”

গণমিছিল ও পথসভায় তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের প্রবীণ বিএনপি নেতাকর্মী, তরুণ ভোটার ও বিপুল সংখ্যক নারী ভোটারের উপস্থিতি ছিল।

গাংনীতে শিশু মৃত্যু রোধে সাঁতার প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

মেহেরপুরের গাংনীতে পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যু রোধে সাঁতার প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন। বৃহস্পতিবার দুপুরে গাংনী উপজেলার ধানশিঁড়ি রিসোর্টের সুইমিং পুলে এ প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল সালাম। সাঁতার প্রশিক্ষণে অংশ নেয় বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীরা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. আনোয়ার হোসেন, মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান, গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেন, সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি ও লুৎফন নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ জাকির হোসেন, গাংনী পাইলট স্কুল অ্যান্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু, জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসান আল নুরানি, সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক হাবিবুর রহমান এবং চাঁদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনিছুর রহমান।

সাঁতার প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা জানায়, পর্যাপ্ত জলাশয় ও পুকুর না থাকায় আমরা সাঁতার শেখা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ আয়োজন করায় আমরা খুবই উপকৃত হবো এবং নিজেদের আত্মরক্ষার সুযোগ পাবো।

জেলা প্রশাসক ড. আবদুল সালাম বলেন, প্রতিবছর মেহেরপুর জেলায় পানিতে ডুবে অনেক শিশু মারা যায়, যা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক।

জেলায় পর্যাপ্ত জলাশয় না থাকায় শিশুরা সাঁতার শেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে বারবার পানিতে ডুবে মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। এতে সচেতন মহল ও অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন। এ কারণেই জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেলার প্রতিটি গ্রামে সাঁতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে জেলা শহর ও গাংনীতে এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়েছে।

গাংনীতে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবীতে মশাল মিছিল

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবীতে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির নেতাকর্মীরা মশাল মিছিল করেছে।

দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আমজাদ হোসেন। কিন্তু জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনসহ তার অনুসারীরা এই মনোনয়ন মেনে নিতে পারছেন না। মনোনয়ন ঘোষণা পর দিন থেকেই তারা মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবীতে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে। ইতিমধ্যে সাবেক এমপি আমজাদ হোসেনের গ্রুপ এবং বর্তমান জেলা সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের অনুসারীদের মধ্যে সংঘর্ষও ঘটেছে। মোটরসাইকেল ও অফিস ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে।

বিভিন্ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গাংনী বাসস্ট্যান্ড থেকে উপজেলা বাজার হয়ে জাভেদ মাসুদ মিল্টনের দলীয় কার্যালয়ে মশাল মিছিলটি শেষ হয়।

মশাল মিছিলে উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজউদ্দীন কালু এবং সাধারণ সম্পাদক আবদুল আওয়াল বক্তব্য রাখেন। বক্তারা বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতাদের প্রতি আহবান জানান গাংনীতে মনোনয়ন পরিবর্তন করে জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে মনোনয়ন দেওয়ার জন্য।

এ সময় জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আবদাল আহমেদ, পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, পৌর সাংগঠনিক সম্পাদক এডাম সুমন, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি সাজেদুর রহমান বিপ্লব সহ বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ পরিদর্শন করলেন ডিসি

মেহেরপুর জেলার এসএসসি ও এইচএসসিতে শ্রেষ্ঠ ফলাফল অর্জনকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ পরিদর্শন করেছেন জেলা প্রশাসক ড. মো. আবদুল ছালাম।

গতকাল সোমবার বেলা ১১ টার দিকে বিদ্যালয়ে আগমন করলে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবু জাফর তাকে ফুল দিয়ে বরণ করেন।

ডিজিএম জেলা প্রশাসক প্রথমে সন্ধানী নার্সিং ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। সেখানে তিনি শিক্ষার্থীদের বলেন, সত্যিকারের সেবার মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। যে কাজ করবেন, তা সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও দক্ষতার সঙ্গে করতে হবে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র আমাদের অনেক কিছু দিয়েছে, এখন আমাদের সেবা দেওয়ার দায়িত্ব।

পরিদর্শনের সময় তিনি বিজ্ঞান ল্যাবরেটরি ঘুরে শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রজেক্ট দেখেন এবং শিক্ষার্থীদের আরও নতুন আইডিয়া নিয়ে কাজ করার আহবান জানান। তিনি বলেন, এই প্রতিষ্ঠান ঢাকার সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে তুলনীয় এবং কোনো দিক থেকে কম নয়।

ডিজিএম শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ পেশাজীবী হিসেবে জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হওয়া সহ বিভিন্ন সম্ভাব্য পেশার দিক তুলে ধরেন।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ভালভাবে পড়াশোনা করা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি ভাল মানুষ হওয়াও জরুরি। যদি ভাল মানুষ না হও, তবে অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগবে না।

ডিজিএম জেলা প্রশাসক সন্ধানী সংস্থা ও সংস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ড. মোকলেছুর রহমান এবং প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করা জাপানি দাতাদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন। এছাড়া সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্প ও কার্যক্রমের প্রশংসা করেন।

পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার

আনোয়ার হোসেন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেন, সহকারী কমিশনার শেখ তৌহিদুল কবীর, সন্ধানী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবু জাফর, কলেজ অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান এবং মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল আলম বকুল।